কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫
(www.dae.gov.bd)

স্মারকলিপি

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে চলতি **"ফাল্গুন -১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" শীর্ষক** লিফলেট এতদসংগে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো। এ লিফলেটটি মুদ্রণ করে আপনার অঞ্চল / জেলার কৃষক ভাইদের মাঝে ব্যাপক ভাবে প্রচার করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো এবং এ বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে প্রেরণ করার জন্য বলা হলো।

সংযুক্ত: **"ফাল্গুন -১৪২৬ মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়" - ১ (এক) পাতা।**

১৬.০২.২০
(কাজী মোঃসাইফুল ইসলাম)
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)
ফোনঃ ৯১৩৪৫৮৭

১৬/২/২০২০

স্মারকনং- ১২.১০.০০০০.০০৪.১৬.০৫২.১৩ (২য় অংশ)/ ২০৬ (৮৩) তারিখঃ১৬/০২/২০২০খ্রিঃ

অনুলিপিঃ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-
১।পরিচালক, প্রশাসন ও অর্থ উইং/ হর্টিকালচার উইং /প্রশিক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং / উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইং / ক্রপস উইং / পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২।পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. অঞ্চল (১৪টি)।
৪। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর.. (জেলা সকল)।
৫। উপপরিচালক, (আইসিটি ব্যবস্থাপনা), পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।
(লিফলেটটি ডিএই এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
৬। অতিরিক্ত উপপরিচালক, নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, সরেজমিন উইং,কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।
(লিফলেট টি ই-মেইল যোগে সকল অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক, ডিএই বরাবরে প্রেরণ নিশ্চিত করতে বলা হলো)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ
১। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৩। অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মহোদয়ের একান্ত সচিব,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

ফাল্গুন মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

নতুন পাতার বর্ণিল রঙে প্রকৃতিকে রাঙ্গাতে ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে আমাদের মাঝে। নতুন প্রাণের উদ্যমতা আর অনুপ্রেরণা প্রকৃতির সাথে আমাদের কৃষিকেও দোলা দিয়ে যায় উল্লেখযোগ্যভাবে। সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, ফাল্গুনের শুরুতেই আসুন সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিই বৃহত্তর কৃষি ভুবনে করণীয় দিকগুলো।

বোরো ধান

- ধানের চারার বয়স ৫০-৫৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের শেষ কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে;
- সার দেয়ার আগে জমির আগাছা পরিস্কার করতে হবে এবং জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হবে;
- ধানের কাইচ থোড় আসা থেকে শুরু করে ধানের দুধ আসা পর্যন্ত জমিতে ৩/৪ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে;
- পোকা দমনের জন্য নিয়মিত জমি পরিদর্শন করতে হবে এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে (আলোর ফাঁদ, সেক্স ফেরোমন ফাঁদ পোকা ধরার জাল ব্যাবহার করে, ক্ষতিকর পোকার ডিমের গাঁদা নষ্ট করে, উপকারী পোকা ও প্রাণি সংরক্ষণ করে, জমিতে ডাল-পালা পুঁতে পাখি বসার ব্যবস্থা করে) ধানের জমি বালাই মুক্ত রাখতে হবে;
- জমিতে উফরা রোগ দেখা দিলে যে কোন কৃমিনাশক যেমন ফুরাডান ৫ জি বা কিউরেটার ৫ জি প্রয়োগ করতে হবে;
- ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে এবং একর প্রতি ১৬০ গ্রাম ট্রুপার বা জিল বা নাটিভো ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে দু'বার প্রয়োগ করতে হবে;
- জমিতে পাতাপোড়া রোগ হলে অতিরিক্ত ৫ কেজি/বিঘা হারে পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে এবং জমির পানি শুকিয়ে ৭-১০ দিন পর আবার সেচ দিতে হবে;
- টুংরো রোগ দমনের জন্য এর বাহক পোকা সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে।

গম

- এ মাসের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে গম পাকা শুরু হয়। গম শীষের বোঁটা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে অথবা গমের দানা দাঁত দিয়ে কাটলে যদি কট কট শব্দ হয় তবে বুঝতে হবে গম কাটার সময় হয়েছে;
- মাঠে অবস্থিত গম ফসল বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হলে কাটার আগে মাঠে যে জাত আছে সে জাত ছাড়া অন্য জাতের গাছ অর্থাৎ বিজাও সতর্কতার সাথে তুলে ফেলতে হবে। অন্যথায় ফসল কাটার পর বিজাত মিশ্রণ হয়ে বীজের মান খারাপ হতে পারে;
- সকালে অথবা পড়ন্ত বিকেলে ফসল কাটা উচিত;
- বীজ ফসল কাটার পর রোদে শুকিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি মাড়াই ঝাড়াই করে ফেলতে হবে। সংগ্রহ করা বীজ ভালো করে শুকানোর পর ঠান্ডা করে চলমান বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভুট্টা (রবি)

- জমিতে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ গাছের মোচা খড়ের রঙ ধারণ করলে এবং পাতার রং কিছুটা হলদে হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে;
- বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে শুকনো আবহাওয়ায় মোচা সংগ্রহ করে ফেলতে হবে;
- সংগ্রহ করা মোচা ভালোভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে;
- মোচা সংগ্রহের পর উঠানে পাটি বিছিয়ে তার উপর শুকানো যায় অথবা জোড়া জোড়া বেঁধে দড়ি বা বাঁশের সাথে ঝুলিয়ে শুকানো যায়। অনেকে টিনের চালে বা ঘরের বারান্দায় ঝুলিয়ে শুকানোর কাজটি করে থাকেন। তবে যেভাবেই শুকানো হোক না কেন বীজ ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে বায়ু নিরোধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

ভুট্টা (খরিপ)

- খরিপ মৌসুমে ভুট্টা চাষ করতে চাইলে এখনই বীজ বপন করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় যত্ন নিতে হবে;
- ভুট্টার উন্নত জাতগুলো হলো বারি ভুট্টা-৬, বারি ভুট্টা-৭, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১,৩,৫,৭,৯,১২,১৩,১৪,১৫ এবং সিংগেল ক্রস হাইব্রিড জাত।

পাট

- ফাল্গুনের মাঝামাঝি থেকে চৈত্রের শেষ পর্যন্ত পাটের বীজ বপনের উপযুক্ত সময়;
- পাটের ভালো জাতগুলো হলো বিজেআরআই তোষা পাট-৮, (রবি-১) ও-৯৮৯৭, ওএম-১, সিসি-৪৫, বিজেসি-৭৩৭০, সিভিএল-১, কেনাফের জাতের মধ্যে এইচসি-৯৫, বিজেআরআই কেনাফ-৩; মেস্তার জাতের মধ্যে এইচএস-২৪ উল্লেখযোগ্য ;
- স্থানীয় বীজ ডিলার ও পাট বীজ উৎপাদনকারী চাষীদের সাথে যোগাযোগ করে জাতগুলো সংগ্রহ করতে পারেন;
- পাট চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করে আড়াআড়িভাবে ৫/৬টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।
- সারিতে বুনলে প্রতি শতাংশে ১৭ থেকে ২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। তবে ছিটিয়ে বুনলে আরেকটু বেশি অর্থাৎ ২৫-৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়;
- পাটের জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেন্টিমিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৭-১০ সেন্টিমিটার রাখা ভাল;
- ভাল ফলনের জন্য পাটের জমিতে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে সার সুপারিশমালা অনুসরণ করে জৈবসারসহ অন্যান্য সার প্রয়োগ করতে হবে।

শাক-সবজি

- এ মাসে বসতবাড়ির বাগানে জমি তৈরী করে ডাঁটা, কলমিশাক, পুঁইশাক, করলা, ঢেঁড়স, বেগুন, পটল চাষের উদ্যোগ নিতে হবে;
- মাদা তৈরি করে চিচিঙ্গা, ঝিঙা, ধুন্দুল, শসা, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়ার বীজ বুনে দিতে পারেন;
- সবজি চাষে পর্যাপ্ত জৈবসার ব্যবহার করতে হবে। পরিকল্পিতভাবে জৈবসার ব্যবহার করলে সবজি ক্ষেতে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন হয় না।

আম-কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলমূল:

- আমের মুকুলে এ্যানথ্রাকনোজ রোগ এসময় দেখা দেয়। এ রোগ দমনে গাছে মুকুল আসার থেকে ফুল ফোটার পূর্ব পর্যন্ত আক্রান্ত গাছে টিল্ট-২৫০ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া আমের আকার মটর দানার মতো হলে গাছে ২য় বার স্প্রে করতে হবে;
- এসময় প্রতিটি মুকুলে অসংখ্য হপারে বাচ্চা (নিম্ফ) দেখা যায়। আম গাছে মুকুল আসার ১০ দিনের মধ্যে বা ফুল ফোটার পূর্বেই একবার এবং এর একমাস পর আর একবার প্রতি লিটার পানির সাথে ১.০ মিলি সিমবুস/ফেনম/ডেসিস ২.৫ ইসি মিশিয়ে গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে;
- কাঁঠালের ফল পঁচা বা মুচি ঝরা সমস্যা এখন দেখা দিতে পারে। এ রোগের হাত থেকে মুচি বাঁচাতে হলে কাঁঠাল গাছ এবং নিচের জমি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রান্ত ফল ভেজা বস্তা জড়িয়ে তুলে মাটিতে পুঁতে ধ্বংস করতে হবে। মুচি ধরার আগে ও পরে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার বোর্দো মিশ্রণ বা ডায়থেন এম ৪৫ অথবা রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর থেকে ১৫ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে;
- বাডিং পদ্ধতিতে বরই গাছের চোখ বা রিং কলম করতে পারেন। এজন্য প্রথমে বরই গাছ ছাঁটাই করতে হবে এবং পরে উন্নত বরই গাছের মুকুল ছাঁটাই করে দেশী জাতের গাছে সংযোজন করতে হবে।

- ফসলের রোগ ও পোকামাকড় দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং জৈব বালাইনাশক ও সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।